পদ্মা নদীর তীরটি ঘেসে ফুলেশ্বরী গাঁ

সেই গায়েতে ছিল আমার বাপ দাদার ভিটা।

পিতার ধন পায় পুত্রে

পেয়েছিলাম সেই সূত্রে কিছু জমি জমা

সংসারেতে ছিল আমার

ছোট দুটি ভাই বোন আর স্নেহময়ী মা

নিজের হাতে লাঙ্গল কোষে

কাটছিল দিন মনের সুখে

(হ…র…র…র… হট… হট…হট….)।

সেই সুখ বেশী দিনে ভাগ্যটাতে সইলো না

ও পদ্মা….. হায়রে পদ্মা…..

(একদিন ভর সন্ধ্যায় মা আমার গেল পদ্মার ঘাটে কলসি ভরতে…

সর্বনাশী পদ্মার হিংস্র স্রোত….. বাঁচাও…. বাঁচাও….. রানু… মনু…..

ওঠান ঝাড়ু দিচ্ছিল রানু, মার চিৎকার তার কানে গেল। মার চিৎকার

তার কানে গেল, মা…. মা….মনু……।

মনু দাওয়ায় বসে পোষা ময়নাটাকে আধার খাওয়াচ্ছিল, মার আর্তনাদ ও

বোনের চিৎকার তার কানেও গেল, মা… রানু….দাঁড়াও আমি আইতাছি

মা …. রানু…..

আমার কাছে যখন খবর গেল, তখন সবই শেষ। পদ্মা সর্বনাশী আমার

মা, ভাই, বোন সবাইকে গ্রাস করে ফেলেছে। বেঁচে আছি শুধু আমি।

মোন পিচু টান আর রইলো না। অবশেষে, একদিন গ্রাম ছেড়ে পা বাড়ালাম

শহরের দিকে….)

গ্রাম ছেড়ে আমি শহরে

জীবনে প্রথমেই এসেছি

মনে হয় যেন এক

নতুন জগতে এসে পড়েছি।

রাজপথে নেমে দেখি সারি সারি

চলেছে ডাইনে বায়ে কলের গাড়ি

সামনে পিছনে দেখি ইটের দালান

দাঁড়িয়ে রয়েছে যেন পাহাড় সমান

লাল সাদা বাতিগুলো নিভে আর জ্বলে

তাদের মতই যেন শূন্যে ঝুলে

এই ভাবে বেশি দিন যাবে না থাকা

ফুরায়ে এসেছে মোর কাধের টাকা

পৃথিবীতে টাকা ছাড়া বাঁচা বড় দায়

বাঁচারই কারণে আমি কোন কাজ চাই

কেউ যদি দয়া করে দিতে পারে

একটা কাজ মোরে দিয়ে দেবেন

সৎ পথে থেকে আমি বাঁচতে যে চাই

এইটুকু বলে আজ.. নিলাম বিদায়